



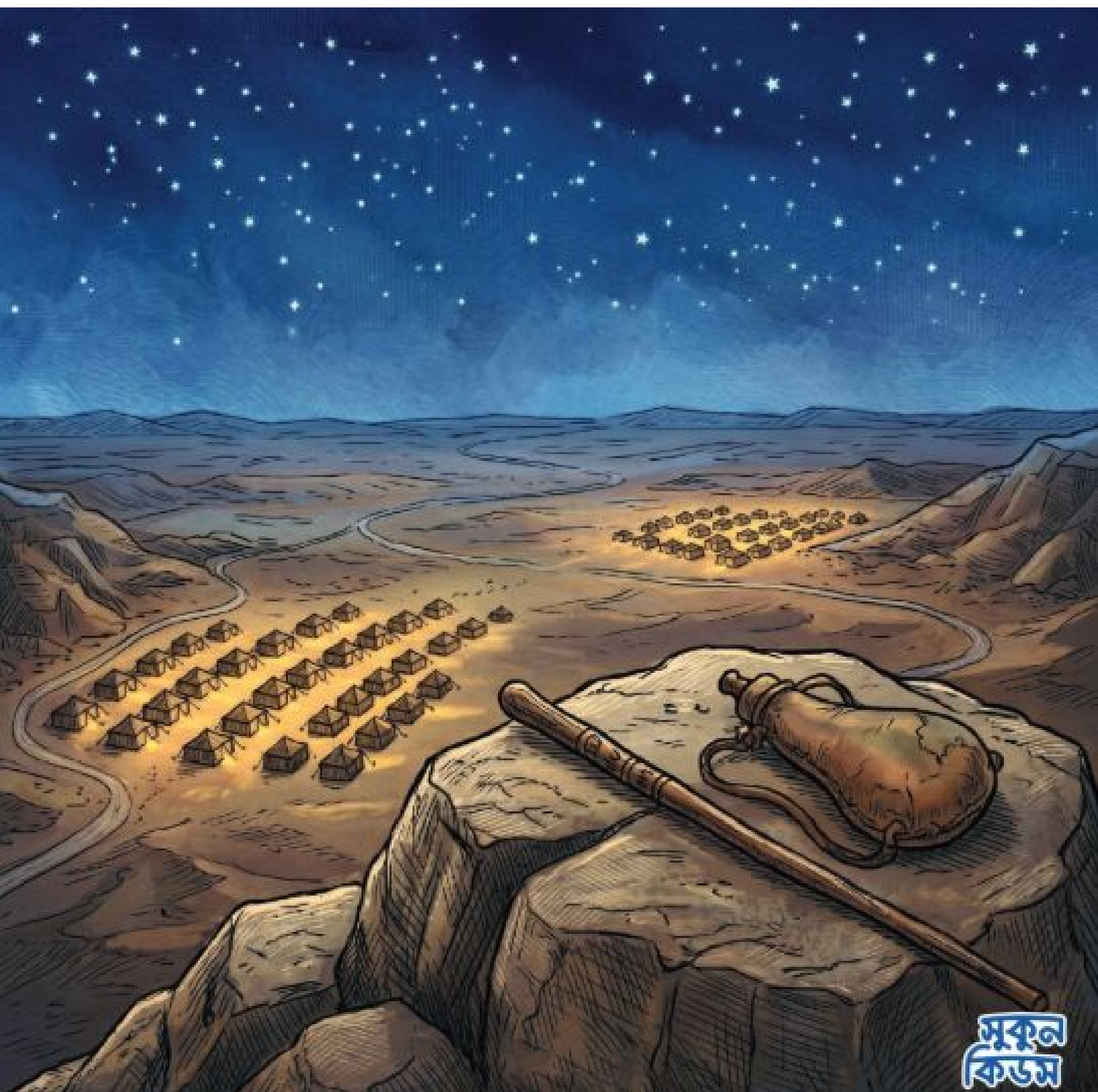
আবু বাকার রাদিয়াল্লাহু আনহু

আবু বাকার রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন আমাদের প্রিয় নবিজি ﷺ -এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র পিতা। খুব সৎ ও কোমল স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি। মানুষকে সাহায্য করতে খুব ভালোবাসতেন। পেশায় ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। নবিজি ﷺ যখন ইসলাম প্রচার শুরু করেন, আবু বাকার রাদিয়াল্লাহু আনহু তখন প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। পুরুষদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। এরপর বহু মানুষকে তিনি ইসলামের পথে আনেন। ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে মক্কার মুশরিকদের হাতে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। হিজরতের সময় তিনি ছিলেন নবিজি ﷺ -এর সঙ্গী। মদিনায় এসেও সবসময় তিনি নবিজির পাশে থাকতেন। গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ে নবিজি তাঁর পরামর্শ চাইতেন। অধিকাংশ যুদ্ধে তিনি নবিজির সাথে অংশ নিয়েছেন। নবিজি ﷺ -এর ইন্তেকালের পর মুসলমানেরা তাঁকে প্রথম খলিফা নির্বাচন করেন। এ সময় তিনি কুরআন সংকলনের উদ্যোগ নেন। যাকাত অঙ্গীকারকারী ও মিথ্যা নবিদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। দু'বছর ছয় মাস ন্যায় ও সততার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি অসুস্থ হয়ে ইন্তেকাল করেন।



আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু

আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। সৎ ও ভদ্র স্বভাবের জন্য ছোটবেলা থেকেই সবাই তাঁকে ভালোবাসত। তাঁর ছিল অচেন সম্পদ। তবুও তিনি ছিলেন দুনিয়াবিমুখ ও দানশীল। ইসলামের প্রাথমিক সময়ে আবু বাকার রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মুশরিকদের অত্যাচারে প্রথমে তিনি হাবশায় হিজরত করেন। পরে সেখান থেকে চলে আসেন মদিনায়। হিজরতের সময় তিনি খালি হাতে মক্কা ছেড়েছিলেন। তাই মদিনায় এসে খুব সামান্য জিনিস দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। অল্প দিনের পরিপ্রামে তিনি আবারও ধনী হয়ে ওঠেন। বদর, উহুদসহ অনেক যুদ্ধে তিনি সাহসের সঙ্গে অংশ নেন। এক যুদ্ধে তিনি একাই ৫০০ ঘোড়া দান করেছিলেন। আরেকবার দিয়েছিলেন ৪০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। একবার তো সম্পত্তির অর্ধেকটাই দান করে দিয়েছিলেন। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু তার সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করতেন। মৃত্যুর আগে পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি পরিষদ গঠন করেন। আবদুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সেই পরিষদের সদস্য করে যান। বৃদ্ধ বয়সে তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন।



সাইদ ইবনু যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু

সাইদ ইবনু যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নেন। তাঁর বাবা যায়েদ ছিলেন সত্যের অনুসারী, তিনি জাহিলি যুগেও মূর্তিপূজা করতেন না। তাই সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছোটবেলা থেকেই এক আলোকিত পরিবেশে বড় হন। তিনি ছিলেন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর চাচাতো ভাই। আবার তাঁর স্ত্রী ফাতিমা ছিলেন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বোন। তাই উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তিনি একদম প্রথম দিকে দ্রুত মুসলমান হন। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির একজন। বদর যুদ্ধে উপস্থিত না থাকলেও নবিজি ﷺ তাঁকে বদরী সাহাবিদের মর্যাদা দেন। কারণ, নবিজি ﷺ তখন তাঁকে গুপ্তচরবৃত্তির দায়িত্ব দিয়ে অন্যখানে পাঠিয়েছিলেন। এছাড়া সব যুদ্ধে তিনি নবিজির সাথে অংশ নেন। খলিফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিশ্বস্ত সহকারী ছিলেন তিনি। ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত সাদাসিধে ও নিরহঙ্কার মানুষ ছিলেন তিনি। ৫১ হিজরিতে তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন।



বিলাল ইবনু রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু

বিলাল ইবনু রাবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, নবিজি ﷺ -এর প্রিয় মুয়াজ্জিন। তিনি ছিলেন ছাবশী বংশোদ্ভূত। থাকতেন মস্কায়ে। মুশরিকদের সর্দার উমাইয়া ইবনু খলাফের দাস ছিলেন। ইসলামের প্রথমদিকে মুসলমান হন। সাথে সাথেই নেমে আসে তাঁর ওপর অকথ্য নির্যাতন। তাঁকে মরুভূমির উত্তপ্ত বালুর ওপর সূর্যের দিকে মুখ করে শুইয়ে রাখা হতো। বুকের ওপর চাপা দেওয়া থাকত বিশাল পাথর। কখনো গলায় রসি বেঁধে বাচ্চাদের হাতে তুলে দেয়া হতো। ওরা তাঁকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে বেড়াত মস্কার অলিগলিতে। এত নির্যাতনের মধ্যেও তাঁর মুখে থাকত একটাই শব্দ—“আহাদ! আহাদ!”। মানে আল্লাহ এক, তিনিই সত্য। তাঁর মুনিব উমাইয়া ইবনু খলাফ নির্যাতন করত সবচে’ বেশি। নির্যাতনের এই দৃশ্য একদিন আবু বাকার রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখে ফেলেন। তাঁর ইমানের দৃঢ়তা তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি তাঁকে কিনে মুক্ত করে দেন। প্রথম যখন আযানের বিধান নাছিল হয়, নবিজি ﷺ বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ডেকে আযান দিতে বলেন। তখন থেকেই তিনি নবিজি ﷺ -এর মুয়াজ্জিন। বদর ও উহুদসহ বেশ কিছু যুদ্ধে তিনি অংশ নেন। মস্কা বিজয়ের দিন পবিত্র কাবার ছাদে উঠে প্রথম আযান দেন তিনি। নবিজি ﷺ ইন্তেকাল করলে সোকে তিনি আর আযান দিতে পারেননি। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে তিনি আম অঞ্চলে চলে যান। ২০ হিজরিতে দামেস্কে তিনি ইন্তেকাল করেন।